..নিউ থিয়েটার্স (ইষ্টার্ণ) এর..
নিবেদন...
সুধার
প্রেম
..পরিচালনা...প্রেমাঙ্কুর আতর্থী..
25-8-50

নিউ থিয়েটার্স ইষ্টার্ণ লিঃ এর নিবেদন

সুধার প্রেম

কাহিনী—**অমলা দেবী** :: পরিচালক—**প্রেমাঙ্কুর আতর্থী**

ভূমিকায়

অসিতবরণ ; লীলা দাসগুপ্তা ; বাসন্তী ; মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ; হরেন মুখার্জ্জি (এঃ) ; শ্যাম লাহা ; রাজলক্ষ্মী ; সন্ধ্যাদেবী ; খগেন পাঠক ; মনোরমা ; নরেশ ; হরিধন ; কালী সরকার ; সুধাংশু ; গোকুল ; ভোলানাথ ; কমলা ; ললিত ; মৈত্রেয়ী ; কমল ; রঞ্জন ; সন্তোষ ; বিভূতি চ্যাটার্জ্জি ; ব্রজেন ; ভূপেশ ; উৎপল , নবকুমার ; রবি ; দীলা ; মণিকা ; তন্দ্রা ; লীলা ; কমলা ; মঞ্জু ; মেরি ; স্বপ্না ; অপর্ণা ; সবিতা ; চাঁদতারা ; মিহির ; হিমাংশু ; নারাণ ; গোরাচাঁদ ; চিত্ত ; গোপাল ও রঞ্জন মজুমদার প্রভৃতি।

সংগঠনকারী :—

সঙ্গীত :—প্রণব দে। সম্পাদনা :—সুবোধ রায়, সুনীল বসু। নৃত্য-পরিকল্পনায় :—মণি বর্দ্ধন। সংলাপ :—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। শব্দতরঙ্গানু-লেখনে :—ক্ষেত্র ভট্টাচার্য্য, কার্ত্তিক পাঠক। সহঃ পরিচালনায় :—অসিত ঘোষ, সুধাংশু মুখার্জ্জি, শান্তি ভট্টাচার্য্য। চিত্র গ্রহণে :—প্রভাত ঘোষ, প্রবোধ দাস, অমূল্য মুখার্জ্জি, প্রশান্ত দাস, জ্ঞান কুণ্ডু, সন্তোষ বসাক। দৃশ্য পরিচালনায় ও দৃশ্য সজ্জায় :—অরুণ বোস, ভোলা ভট্টাচার্য্য, মণি সামন্ত। রূপ-সজ্জায় :—ধীরেন দত্ত, মদন পাঠক। ব্যবস্থাপনায় :—খগেন পাঠক, নন্দু মুখার্জ্জি। গীতকার :—শান্তি ভট্টাচার্য্য, অমল বসু। স্থিরচিত্রে :—রবীন দত্ত।

আলোকসম্পাতে :—খগেন পাল, সুধীর দাস, দুলাল শীল, অধীর নন্দী, শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশু শীল, সুকুমার বিশ্বাস, যাদব সেন, নিতাই শীল, ও অরুণ রুদ্র।

পরিস্ফুটনে :—পঞ্চানন নন্দন, সত্যেন বসু, বলাই ভদ্র, অবনী মজুমদার, তারাপদ চৌধুরী, শিবপদ হালদার, খগেন মুখার্জ্জি।

ষ্টুডিও—এসোসিয়েটেড প্রডাকসন্স লিঃ। আর, সি, এ, ফটোফন যন্ত্র কর্ত্তৃক শব্দ গৃহীত।

প্রবর্ত্তক :—**যতীন্দ্রনাথ মিত্র।** পরিবেশক :—**ডিলুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স।**

কাহিনী

সহরের একপ্রান্তে, পেন্সনপ্রাপ্ত সদাশয় রাঘব বসু অবসর-কালে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা লইয়া দিন কাটাইতেছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা সুধা স্বাধীন-শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া উঠিবার চেষ্টা পাইতেছিল। সুধার সহপাঠী মনোজ পিতামাতা হইতে দূরে থাকিয়া সহরে লেখাপড়া করিতেছিল। কলেজের তর্ক-যুদ্ধে তাহাদের পরস্পরের সহিত পরিচয় ঘটিবার সুযোগ আসে। সুধার পুরাতন প্রভুভক্ত ভৃত্য বিশুর সাহায্যে মনোজের সহিত সুধার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া ওঠে। এই পরিচয় গভীরতর হইয়া অনুরাগে পরিণত হয়. কিন্তু মনোজের পিতা সুচতুর ঘনশ্যাম মিত্র—ব্যবসায়ী লোক। তিনি স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় রায়ের একমাত্র কন্যা মাধুরীর সহিত মনোজের বিবাহ দিবার জন্য নানা ছলচাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ব্যাপারে ঘনশ্যামের উপযুক্ত শ্যালক শৈলজাও যথেষ্ট সাহায্য করে। শৈলজা মৃত্যুঞ্জয় রায়ের বিধবা স্ত্রী সুরবালার বিষয়-সম্পত্তি দেখিবার জন্য ঘনশ্যামের দ্বারা নিযুক্ত হয়।

মাধুরী ও তাহার মাতা সুরবালাও শৈলজাকে কোনপ্রকার সন্দেহ করেন নাই। শৈলজার কার্য্যে ঘনশ্যাম মনোজকে সাহায্য

করিতে পাঠাইল। সরল গ্রাম্য মেয়ে মাধুরীকে শিক্ষাদান করিতে গিয়া মনোজ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

ষড়যন্ত্রের পাকচক্রে সুধা ও মনোজ পরস্পর পরস্পরকে ভুল বোঝে। সুধার জীবনযাত্রায় নানা বাধা-বিপত্তি আসিয়া তাহার চলিবার পথটুকু রুদ্ধ করিয়া দেয়।

ভূষণবাবু সজ্জন প্রতিবেশীর রূপ ধরিয়া সুধার জীবনে প্রভাব বিস্তার করিতে চাহে। কিন্তু সুধার মনে মনোজ ছাড়া অন্য কাহারো স্থান নাই। মনোজ কি সুধার প্রেমকে উপেক্ষা করিবে?

মাধুরীর প্রেম কি তবে ব্যর্থ হইবে?

সঙ্গীত

(১)

মনোজের গান

আহা কি মধুর এই বন্ধনখানি গো
বলবে জানি সে তো জানিরে
বসন্ত বিহ্বলা মনের পাখী
মোর সোনার রাখী লবে মানিরে
আমি জানি জানি এই বসুন্ধরা
সীমার বাঁধনে আনন্দে ভরা
পবনের বাহুপাশে গন্ধ জানি
ফুলে ফুলে করে কানা কানিরে ॥
বরষার বন্ধনে বিহগীর প্রাণ
যেমন মধুর সুরে রচে কথা গান
তেমনি আমার মিতা বলবে মধুর
চির চাওয়া বন্ধন খানিরে ॥

—অমল বোস

(২)

সুধা ও মনোজের গান

সুধা—
কথা কও, কথা কও, কথা কও
হে চির মুখর মৌন কেন রও ॥
জমেছে কি ধূলা প্রাণের বীণার তারে
হারালো কি সুর বিরহের পারাবারে ॥
মোর কাঙ্গাল হৃদয় যে করেছে জয়
সে কি প্রিয়
তুমি নও ॥

মনোজ—

কেন এ অভিমান
এ নহে ভুলে যাওয়া,
বিরহ সাধনাতে
নিবিড় ক'রে পাওয়া।
উষার কুহেলিকা ঘনালে নভপরে
তপন বিভা কিগো
মিলায় চিরতরে
যদিও তুমি দূরে
হৃদয় আছ জুড়ে
স্মরণ ফুলদলে
জীবন আছে ছাওয়া

—শান্তি ভট্টাচার্য্য

(৩)

মাধুরী ও মনোজের গান

মাধুরী—

ও মহুয়া বনের উদাসী চাঁদ
মনের ভুলে থামলে কী ?
ঝরণা ধারায় গানের টানে
মাটীর বুকে নামলে কী ?

মনোজ—

উঁহু
অসীম নীলের স্বপ্ন আঁকা
আঁখির কোলে।
এলাম নেমে পল্লীছায়া
ডাকলো বলে।

মাধুরী—

বটে কিন্তু জানোতো ?
গাঁয়ের পথে তারার মালা নাই
উদাসী চাঁদ ও উদাসী চাঁদ

ব্যাথার ব্যাথায় উথল হেথা
চোখের জলে তাই
তোমার হাতে দেবার মত
কিছুই যে তার নাই।

নোজ—
না থাক কারণ ?
মালার চেয়ে অনেক দামী
কালো নদীর জল
চাঁদের ছায়া বন্দী সেথায়
চির অচঞ্চল ॥

ধুরী—
তবে শুধাই হে উদাসী
পাহাড় তলায় কান্না হাসি
লাগলো ভালো কী ?

নোজ—
নইলে কেন বাঁধ রাখী
বনের কেতকী ?

—শান্তি ভট্টাচার্য্য

(৪)

মনোজ ও মাধুরীর গান

মাধুরী—
নিরুদ্দেশের স্বপ্ন এসে
আঁখির পাতা ছায়রে
হৃদয় আমার মেঘের
পিছে ধায়রে ॥

মনোজ—

রাতের পাখী ছায়ায় ছায়ায়
যে কথা যায় বলে
তারি সুরের কাঁপন লাগে
হৃদয় কমল দোলে ॥
হারিয়ে গেলাম আপনাকে
বিজন ছায়ার তলে ॥

মাধুরী—

বাজায় নূপুর নিঝর ধারা
রুম ঝুম রুম ঝুম
কাজল চোখে ছায়া ঘনায়
নামে নিবিড় ঘুম
ঘুম ঘুম ঘুম ॥

(৫)

সুধার গান

মন মোর মেঘের সংগী উড়ে চলে
দিকদিগন্তের পানে
নিঃঝিম শূন্যে শ্রাবণ বরষণ সংগীতে
রিম ঝিম রিম ঝিম (১)
মন মোর হংস বলাকার পাখায় যায় উড়ে
ক্বচিত ক্বচিত চকিত তড়িত আলোকে
ঝন ঝন মঞ্জীর বাজায় ঝঞ্ঝা
রুদ্র আনন্দে কল কল কল মন্দ্রে
নির্ঝরিণী ডাক দেয় প্রলয় আহ্বানে
বায়ু বহে পূর্ব্ব সমুদ্র হতে
উচ্ছল ছল ছল তটিনী তরঙ্গে
মন মোর ধায় তারি মত্ত প্রবাহে
তাল তমাল অরণ্যে
ক্ষুব্ধ শাখায় আন্দোলনে ॥

—রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিচালনা : **শ্রীঅনাদি দস্তিদার**

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও জেনারেল পাব্লিসিটি কর্পোরেশন লিঃ, ৫৪, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত ও টাইম্‌স্‌ প্রেস, ৩৩ই, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৬ কর্তৃক মুদ্রিত।

Sailendra Nath Dey